কমনওয়েলথ গেমসের জন্য মনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় হকি দলের ফোটোসেশন।

সর্দার, রমনদীপদের বাদ দিয়ে কমনওয়েলথে দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব শেষ। এবার সামনে আসল লড়াই। ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসের জন্য ১৮ জনের ভারতীয় হকি দল ঘোষণা হল এদিন। দল ঘোষণায় রীতিমতো চমক দিলেন কোচ শোয়ের্ড মারিন। সুলতান আজলান শাহ কাপে খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে সর্দার সিং, রমণদীপ সিংদের বাদ দিয়ে দল ঘোষণা করলেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে সর্দারকে দলের বাইরে রাখলেও কমনওয়েলথের দল থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলে রীতিমতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতীয় হকি কোচ। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে ফিরলে রীতিমতো চাপে পড়তে হবে মারিনকে। এদিন কমনওয়েলেথে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মনপ্রীত সিংয়ের হাতে। একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রায় ৬-৭ জন প্রথম একাদশের খেলোয়াড়কে বাদ রেখে আজলান শাহ-এ দল নামালেও কমনওয়েলথের জন্য পূর্ণশক্তির দল গড়েছেন মারিন। ড্র্যাগ ফ্লিকার রূপিন্দর পাল সিং, গোলরক্ষক পি আর শ্রীজেশ, এস ভি সুনীল, আকাশদীপ সিং, চিংলেনসানা সিং, অমিত রোহিদাস- সকলকে দলে ফিরিয়েছেন ডাচ কোচ। দল নির্বাচন প্রসঙ্গে মারিন সাফ জানিয়েছেন, '২০১৭ এশিয়া কাপ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই দল গড়া হয়েছে। আগের বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কম্বিনেশনে দলকে নামিয়েছেন। যার মধ্যে থেকে সেরাদেরই ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসের জন্য বাছা হয়েছে। আজলান শাহ-এ পদক না পেলেও সেটা কমনওয়েলথে আমাদের খেলার ধরনে কোনো প্রভাব ফেলবে না।'

৭ এপ্রিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে কমনওয়েলথ গেমসের অভিযান শুরু করবে ভারতীয় হকি দল। পুল 'বি'-তে পাকিস্তান ছাড়া ভারতের সঙ্গে রয়েছে মালয়েশিয়া, ওয়েলস ও ইংল্যান্ড। কমনওয়েলথে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক মিডফিল্ডার মনপ্রীত সিং বলছিলেন, 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য গ্রুপ স্তরে ভালো ফলাফল করা। বেশ শক্ত পুলে আমরা রয়েছি। তাই শীর্ষে থেকে সেমিতে ওঠাই আপাতত লক্ষ্য। নকআউটে অস্ট্রেলিয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।'

কমনওয়েলথে ভারতীয় হকি দল

গোলরক্ষক
পি আর শ্রীজেশ, সুরজ কারকেরা।

ডিফেন্ডার
রূপিন্দর পাল সিং, হরমনপ্রীত সিং, বরুণ কুমার, কোঠাজিৎ সিং, গুরজিন্দর সিং, অমিত রোহিদাস।

মিডফিল্ডার
মনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), চিংলেনসানা সিং (সহঅধিনায়ক), সুমিত, বিবেক সাগর প্রসাদ।

ফরোয়ার্ড
আকাশদীপ সিং, এস ভি সুনীল, গুরজন্ত সিং, মনদীপ সিং, ললিতকুমার উপাধ্যায়, দিলপ্রীত সিং।

দেবাশিস-সৃঞ্জয়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল না

বাগানে শান্তির বার্তা সচিব অঞ্জন মিত্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ তড়িঘড়ি ক্লাবে এসে বাগান সচিব অঞ্জন মিত্র এসে শান্তির বার্তা দিলেন দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয় বসুকে। জরুরিভাবে ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনার পরে তাঁর কথাবার্তায় পরিষ্কারই ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার আগ্রহ। তিনি এদিন সভা চলাকালীনই দেবাশিস দত্তর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তাঁকে এবং সৃঞ্জয়কে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সামনে এসে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধও করেন।

সোমবার দুপুরে হঠাৎই মোহনবাগানের যাবতীয় পদ থেকে পদত্যাগ করে বসেন ক্লাবের অর্থসচিব দেবাশিস দত্ত এবং সহসচিব সৃঞ্জয় বসু। দুজনেরই অভিযোগের তির ছিল সচিবের দিকে। তাঁরা বলেন, অঞ্জন মিত্রর চূড়ান্ত অসহযোগিতার জন্যই তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হলেন। এরপরেই তড়িঘড়ি কার্যকরী কমিটির সদস্যদের ক্লাবে এদিন ডেকে পাঠান সচিব। এদিন সেই সভা যাকে সংবিধানের নিয়ম মেনে 'রেজোলিউশন বাই সার্কুলেশন' ভিত্তিতে বিশেষ কার্যকরী কমিটির সভা আবার ডাকার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। যেখানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে পদত্যাগী দুই কর্তাকে। কারণ হিসেবে অঞ্জন মিত্র বলেন, 'যদি কিছু অভিযোগ থেকে থাকে তা সামনা-সামনি বসে আলোচনা করা দরকার। ওদের কিছু বলার থাকলে তা আমাদের সঙ্গে এসে আলোচনা করুক। তাই ওদের সময় অনুযায়ী দ্রুত একটা সভা ডাকতে চাই। ওদের সময় দিতে বলেছি।' একইসঙ্গে তিনি জানান, 'ওদের দুজনের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি।' জবাবে সৃঞ্জয় বলেছেন, 'কোম্পানি সংক্রান্ত কাগজ চট করে হস্তান্তর করা যায় না। তাই ক্লাবের প্রয়োজন পড়লে বা কোনো সই করতে হলে আমি প্রস্তুত আছি। তবে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়া বা কার্যকরী কমিটির সভায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' অঞ্জন মিত্রের বিরুদ্ধে মূলত তিনটি অভিযোগ পদত্যাগী দুই কর্তার। গত চার বছরে একবারও বোর্ড মিটিং ডাকেননি অঞ্জন। যার ফলে ক্লাবের বহু কাজকর্ম আটকে আছে। দু-নম্বর, আইএফএ-র গভর্নিং বডির সভায় মোহনবাগান নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগই পায় না কারণ, সচিব নিজে গভর্নিং বডির সদস্য এবং তিনি অসুস্থতার জন্য যেতে পারেন না। আর তিন নম্বর হল, ২০১৭-১৮ মরশুমের আয়-ব্যয়ের হিসেব আটকে রাখেন সচিব। যে খবর একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরের দিনই তিনি তা সই করে পাঠান।

এই তিন অভিযোগ সম্পর্কে অঞ্জন মিত্রক জবাব, 'আমাদের নতুন বোর্ড সবে তৈরি হয়েছে। পুরোনো বোর্ড নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল। এই নতুন বোর্ডের সভা ডাকার জরুরি প্রয়োজন ছিল বললেই আমি তা ডাকতাম। তাছাড়া এখন এসব কাজের জন্য সভা ডাকার প্রয়োজন হয় না। এগুলো কাগজপত্রে সইসাবুদের ভিত্তিতেই হয়ে যায়। আইএফএ গভর্নিং বডিতে একটা সময়ে ধীরেন দে টানা ৩০ বছর সদস্য ছিলেন। তিনি কোনোদিনই সভায় যেতেন না। যাবতীয় আলাপ-আলোচনা বেঙ্গল ক্লাবেই হত। আমাদেরও এখন যখনই কিছু দরকার হয় তা আমরা উৎপলবাবুর সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করি। আমরা তো কোনো অসৎ কাজের অনুরোধ করব না। তাহলে আর চিন্তার কী আছে। আমি গত ২৫ বছর সবসময়ই কাজ করেছি। কিন্তু গত ৩ বছর অসুস্থতার জন্য পারিনি। সেটা যেকোনো লোকের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাছাড়া আমার মনে হয়েছে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সভা গত দু-তিন বছরে আইএফএ-তে হয়নি। হলে নিশ্চয় যাব।' আর আয়ব্যয়ের হিসেব নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এটা ক্লাবের একটা জরুরি বিষয়। তাই হিসেবপত্র দেখতে সময় লেগেছে। টানা ৬-৭ ঘণ্টা সময় দিয়ে ব্যাপারটা দেখেছি। তারপরই সই করে পাঠিয়ে দিই।' এদিন অঞ্জন মিত্র আসার খবর হতেই মোহনবাগান তাঁবুর চারদিকে প্রচুর অচেনা মুখের ঘোরাফেরা ছিল লক্ষণীয়। জানা গেছে, ঝুট-ঝামেলা হতে পারে ভেবে প্রায় জনা পঞ্চাশেক বাইরের ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন মাঠসচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। যা দেখে বিরক্ত অঞ্জনপন্থীরাও।

আগামী নির্বাচনে তিনি আদৌ দাঁড়াবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এবং সঙ্গে থাকা ফুটবল সচিব সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও মাঠসচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনজনই বলেন, 'সেসব পরের ব্যাপার। এখন আমাদের কাছে মুখ্য বিষয় হল তৈরি হওয়া সমস্যা মেটানো।' এই প্রসঙ্গেই সত্যজিৎ বলেন, 'দেশ হোক, রাজ্য হোক কী ক্লাবই হোক কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাদের ছাড়া চলা যায় না। এই মোহনবাগানে সেরকমই চারজন টুটুদা, অঞ্জনদা, দেবাশিস ও টুম্পাই। এখানে চারজনকেই থাকতে হবে।' কিন্তু কেন এই সমস্যা, তা জানতে চাওয়া হলে অঞ্জন মিত্রর জবাব, 'অভাবের সংসারে এরকম ঝামেলা হয়েই থাকে। এখনই যদি আমরা ২০ কোটি টাকার একটা স্পনসর পেয়ে যাই তাহলে আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না।' আপাতত ক্লাবে ৪ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে তিন বাগান সচিব জানিয়ে দেন, সুপার কাপে খেলবে মোহনবাগান। এদিকে, মোহনবাগান এক ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডারের সঙ্গে কথা শুরু করেছে। একইসঙ্গে মিনার্ভার এফসি-র দু-তিনজনকেও বাজিয়ে দেখছে তারা।

ইস্টবেঙ্গলের কর্তৃত্ব যাবে সুভাষের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ কর্তারা তাঁকে দিয়েছেন কোচের সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা। ডাকাবুকো সুভাষ ভৌমিক নিজে অবশ্য থাকতে চাইলেন ব্যাক সিটে। খালিদ জামিলকে সামনে রেখে সহকারী হিসেবে কাজ করতে চাইলেন তিনি। তবে তা মাঠের অন্দরে থেকে দায়িত্ব নিয়ে। ক্লাবের কঠিন সময়ে হাল ধরতে কর্তাদের কথায় ২০০৯-১০ মরশুমের পরে ফের ফিরেছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচিংয়ের দায়িত্বে। লাল-হলুদের কোচ হিসেবে বর্ণময় ইতিহাস তুলে ধরার পক্ষপাতীও নন সুভাষ ভৌমিক, বরং বর্তমান দায়িত্বটাকে বলছেন জীবনের সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি, আই লিগ না পাওয়া খালিদের পাশে দাঁড়িয়ে সুভাষ তুলে আনলেন আগের ১৪ বছরের ব্যর্থতার কথাও। এদিন ক্লাবে এসেই সোজা খালিদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের আলোচনায় বসে পড়েন সুভাষ ভৌমিক। মুখে সহকারীর দায়িত্ব পালনের কথা বললেও সুভাষ ভৌমিকের হাতেই যে দলের রাশ ধীরে ধীরে চলে যাবে, তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল এদিন থেকেই। মঙ্গলবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে সাংবাদিক সম্মেলনে চমকে দিয়ে সুভাষ ভৌমিক জানালেন, 'খালিদ জামিলই আমাদের দলের চিফ কোচ, আমি ওর সহকারী হিসেবে কাজ করব। পদ নিয়ে ভাবছি না। বরং চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি। খালিদও যেমন নিয়েছে। নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ নিয়েই কিন্তু কাজ করছে খালিদ।' নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগিটাও যেন নিজে করে নিলেন সুভাষ, 'আপাতত ইস্টবেঙ্গলে খালিদের যদি ৮০ হয় তাহলে আমার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ২০ শতাংশ।' প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকাতেই আই লিগের কোচিং করাতে পারছিলেন না, এমন যুক্তিও মানলেন না সুভাষ। তাঁর পরিষ্কার কথা, 'আমার কাছে এএফসির বি লাইসেন্স রয়েছে। যেকোনো সময়ে এ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারি। আপাতত কোন পদে থাকব সেটা বড়ো ব্যাপার নয়। তবে দলের সঙ্গে সবসময় থাকব।' তবে বারবারই তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, দলের অন্দরমহলে ঢুকেই কাজটা করতে চান। গা-ছাড়া দিয়ে নয়। সমস্যার গভীরতাও বোঝার চেষ্টা শুরু করেছেন প্রথমদিন থেকেই। সেখানে যাতে সমস্যা তৈরি না হয় তাই পরিবেশটাও চাইছেন হালকা রাখতে। সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝেই খালিদকে মজা করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'কি কাজ করতে দেবে তো না দেবে না?' হাসির পরিবেশ তৈরি করেই ময়দানের ভোম্বলদার চটজলদি সংযোজন, 'মাঠের বাইরে থেকে কোচিং হয় না।'

শুধুমাত্র সুপার কাপের কয়েকটা ম্যাচের জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেই যে লাল-হলুদে ফিরেছেন সেটারও ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন সুভাষ ভৌমিক। তিনি কি মাত্র দু-ম্যাচের কোচ, জানতে চাওয়া হলে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, 'ক্লাবের সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে তা আপনাদের বলব কেন?' তবে ক্লাব সূত্রে খবর, আগামী মরশুমেও রেখে দেওয়া হচ্ছে সুভাষকে। তবে সুপার কাপের পরেই সরে যেতে হচ্ছে বর্তমান কোচকে। এদিন খালিদের সমর্থনে বলতে গিয়ে সুভাষের যুক্তি, 'শুধু খালিদের কোচিংয়ে আই লিগ আসেনি, তা কিন্তু নয়। আগের ১৪ বছরেও খেতাব আসেনি। তাই শুধু খালিদকে দোষ দেওয়ার জায়গা নেই। কোথায় কী ভুলভ্রান্তি হয়েছে, সেটা দেখতে হবে। তবে এক্ষুনি নয়। আপাতত সুপার কাপ নিয়ে ভাবনাচিন্তা। কোথায় কী গণ্ডগোল খতিয়ে দেখতে হবে। দলের ফুটবলারদের মধ্যে নেতা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।' দায়িত্ব কিছুটা খর্ব হলেও সুভাষ ভৌমিকের আগমন প্রসঙ্গে খালিদ জামিল জানালেন, 'ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ভালো হয়, এমন যেকোনো জিনিস মানতে রাজি। উনি আসায় ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি হয়েছি। ভারতের অন্যতম সেরা কোচ উনি। আশা করি, একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করতে পারব।'

এদিকে, ৫ এপ্রিল মুম্বই সিটি এফসি ও ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ম্যাচের বিজয়ীদের বিরুদ্ধে সুপার কাপে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের লড়াইয়ে নামার আগে আইএসএল দলগুলোকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ সুভাষ ভৌমিক। খালিদ অবশ্য চেনা ছন্দে শক্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতির কথা বললেন।

সিলভার জোড়ায় জয়ে ফিরল সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ মার্চ ঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হারের ধাক্কা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফিরেই কাটিয়ে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। দাভিদ সিলভার জোড়া গোলে সহজেই স্টোক সিটিকে ২-০ ফলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার প্রশিক্ষণাধীন দল। এদিনের জয়ের সুবাদে ফের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের থেকে ১৬ পয়েন্টের লিড নিল সিটি। আপাতত ৩০ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে তারা। শেষ আট ম্যাচের মধ্যে তিনটি জিতলেই লিগ খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাবে সিটিজেনদের। সামনে এভারটন ম্যাচ তারপর খেলতে হবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যান ইউর বিরুদ্ধে। এই দুই ম্যাচে জয় পেলেই খেতাব নিশ্চিত আগুয়েরোদের। তাও উচ্ছ্বাসে না ভেসে গুয়ার্দিওলার বক্তব্য, 'আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। আর তিনটে ম্যাচ জিতলেই সেটা হয়ে যাবে। তবে, মাথায় রাখতে হবে মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। তাই, এই সময়ে বাড়তি মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন।' ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রাউন্ড অফ ১৬-তে এফসি বাসেলের কাছে হারলেও প্রথম লেগে বড়ো ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শেষ আটে স্থান করে নিতে যদিও কোনো অসুবিধা হয়নি তাদের। তবে, ঘরের মাঠে হারটা মোটেই ভালোভাবে হজম করতে পারেননি গুয়ার্দিওলা। তাই, এদিন ইপিএলের ম্যাচে ফের পূর্ণ শক্তির দল নামিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ৯ মিনিটের মধ্যে খেলায় লিড নেয় সিটিজেনরা। অবনমনের আশঙ্কায় থাকা স্টোক সিটির বিরুদ্ধে শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় তোলে তারা। দুই অর্ধে সিলভার দুই গোলে সহজে জয়ের রাস্তা গড়ে নেন তাঁরা।

ফাইনালে চেন্নাইয়ান

চেন্নাই, ১৩ মার্চ ঃ চতুর্থ আইএসএলের ফাইনালে পৌঁছে গেল চেন্নাইয়ান এফসি। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের রিটার্ন লেগে তারা ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে এফসি গোয়াকে। ২৬ মিনিটে জেজে লালপেখলুয়ার গোলে এগিয়ে যায় চেন্নাইয়ান। ৩ মিনিট বাদে ধনপাল গণেশের গোল অভিষেক বচ্চনের দলকে ২-০-তে এগিয়ে দেয়। খেলার শেষলগ্নে নিজের দ্বিতীয় গোল তুলে নেন জেজে। ২০১৫ সালে চেন্নাইয়ান প্রথমবার আইএসএলের ফাইনালে উঠেছিল। শনিবার ফাইনালে তারা বেঙ্গালুরু এফসি-র মুখোমুখি হবে।

দার্জিলিং দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ ১৬-১৯ মার্চ জামশেদপুরে অনুষ্ঠেয় ফেডারেশন কাপ পাওয়া লিফটিং, বেঞ্চ প্রেস ও ডেড লিফটিং প্রতিযোগিতার জন্য দার্জিলিং দল বুধবার রওনা হবে। দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষিত জুনিয়ার দলে রয়েছে কুন্দন ঠাকুর (ডেড লিফটিং), বিপুল রায় (বেঞ্চ প্রেস), সৌরভরাজ রাই (পাওয়ার লিফটিং), রাহুল গুপ্তা (বেঞ্চ প্রেস)। সিনিয়র বিভাগে নামবেন গৌতম সিং ও বিষ্ণু রাউত (পাওয়ার লিফটিং)। মাস্টার্স দলে রয়েছেন অশোক চক্রবর্তী (বেঞ্চ প্রেস), শ্যামল বিশ্বাস (বেঞ্চ প্রেস), সুখময় দাসরায় (পাওয়ার লিফটিং) ও বিনোদ গুপ্তা (বেঞ্চ প্রেস)।

দ্বি-বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি রেফারি অ্যান্ড আম্পায়ার সংস্থার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। আম্পায়ার সংস্থার সচিব পরিমল ভৌমিক জানিয়েছেন, নিজেদের কার্যালয়ে সভা শুরু হবে সকাল ১১টায়। সেদিন ২০১৮-২০ মরশুমের জন্য নতুন কমিটি গঠন হবে। এদিকে, ক্রিকেট, ভলিবল ও ফুটবলে ম্যাচ পরিচালনার জন্য ২৯ এপ্রিল তারা পরীক্ষা নেবে। সেদিন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা পাশ করবেন, পরবর্তীতে তাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ডাকা হবে। পরীক্ষায় বসার জন্য প্রতিদিন সন্ধে ৬-৯টা পর্যন্ত রেফারি অ্যান্ড আম্পায়ার সংস্থার দপ্তরে নাম নেওয়া হবে।

জিতল ডিআরএসসি

আলিপুরদুয়ার, ১৩ মার্চ ঃ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের শেষ ম্যাচে মঙ্গলবার ডিআরএসসি ৬ উইকেটে রেইনবো ক্রিকেটে ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে টসে হেরে রেইনবো ৩২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। তাদের তাপস দাস সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন। কুণাল রায় ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ভিক্টর চন্দও (৫-২)। জবাবে ডিআরএসসি ২৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৪ রান তুলে নেয়। তাদের স্বাধীন দেব সর্বোচ্চ ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। শ্রীকান্ত সরকারের অবদান ২৭। হীরক সরকার ২৫ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

জিতল সংঘমিত্রা

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার সংঘমিত্রা ক্লাব ৪ উইকেটে সুভাষ সংঘকে হারিয়েছে। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ২১ ওভারে কমিয়ে আনা হয়। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে সুভাষ ২১ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। তাদের মহাদেব দাস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন। সুরেশ রজকের অবদান ২০। কৌশিক রায় ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুমন রায়ও (২৭-২)। জবাবে সংঘমিত্রা ১৮.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৫ তুলে নেয়। স্বরূপ বিশ্বাস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন। ভোলা দাস ২৮ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট।

রনজির ফর্মাট বদলের প্রস্তাব

আম্পায়ারিং নিয়ে অসন্তোষ, ডিআরএস দাবি কনক্লেভের

মুম্বই, ১৩ মার্চ ঃ ঘরোয়া ক্যাপটেন ও কোচদের নিয়ে দু-দিনের কনক্লেভ। দেশের ক্রিকেট উন্নয়ন নিয়ে অনুষ্ঠিত যে বিশেষ আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্ব পেল নিম্নমুখী আম্পায়ারিংয়ের মান। এছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় বোর্ড আয়োজিত কনক্লেভে। এসজি বল, বিজয় হাজারে ট্রফির সময় থেকে রনজি ফর্মাটে রদবদল, কোচদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য দলের কোচ, অধিনায়করা তাদের মতামত দেন।

আম্পায়ারিং নিয়ে সরব হন কার্যত উপস্থিত সমস্ত সদস্যই। অনেকে ভিডিয়ো রিপ্লেকে আরও উন্নত করার উপরও জোর দেন। একইসঙ্গে আম্পায়ারিংয়ের ভুলভ্রান্তি কমাতে ডিআরএসের ব্যবহারের কথাও ওঠে। অধিনায়কদের মতে, 'ভিডিয়ো রিপ্লের মান উন্নত করতে হবে। যাতে রানআউট, স্টাম্পিং সহ অন্য আউটের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।' পাশাপাশি ডিআরএস পদ্ধতি ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রয়োগের উপরও জোর দেন অনেকে। বোর্ডের প্রতিনিধিরাও স্বীকার করে নিয়েছেন আম্পায়ারের অবনতি নিয়ে। এক আধিকারিক বলেন, 'গত এক দশকে আম্পায়ারের মান দ্রুত কমছে। তবে এটাও বাস্তব, আম্পায়ারদের পাশে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে। ওরা মানুষ, সেটা ভুলে গেলে চলবে না।'

বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ সকাল ৯টা থেকে শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। এব্যাপারে জোরালো আপত্তি তুলেছেন কোচ, অধিনায়করা। উপস্থিত একজন কোচ প্রস্তাব দেন ১১টা থেকে ম্যাচ করার। তিনি বলেন, '৯টায় ম্যাচের বদলে এগারোটায় হলে ভালো হয়। তবে নৈশালোকে হলে সবথেকে পারফেক্ট হবে। তাছাড়া ৮ দিনের মধ্যে প্রতিটি দলকে এবার হাফডজন ম্যাচ খেলতে হয়েছে। শারীরিকভাবে ক্রিকেটারদের জন্য এটা চাপ।'

এসজি বল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে। যুক্তি, কোকাবুরা বা অন্য আন্তর্জাতিকমানের বলের তুলনায় এসজি বল গুণগত দিক থেকে পিছিয়ে। তবে আপত্তি সত্ত্বেও বোর্ডের পক্ষে এখনই এসজি বলের পরিবর্তন সম্ভব নয়। বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিরা সেকথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এসজি ভারতীয় কোম্পানি। কোকাবুরার তুলনায় সস্তাও। সেক্ষেত্রে এসজি বলের মানোন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বোর্ডের তরফে।

ঘরোয়া ক্রিকেট উন্নয়ন নিয়েই মূলত দু-দিনের আলোচনা। আর ঘরোয়া ক্রিকেটের সেরা টুর্নামেন্ট রনজি ট্রফি। গত কয়েক বছরে রনজির ফর্মাট, ম্যাচের কেন্দ্র নিয়ে বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। এবারের কনক্লেভে অংশগ্রহণ করা অধিকাংশ সদস্যই লিগ স্টেজে রনজির ম্যাচ সংখ্যা ছয় থেকে বাড়িয়ে আট করার প্রস্তাব দিয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রিকেটাররা যেমন বেশি ম্যাচ খেলার সুবিধা পাবে, তেমনই মিলবে বাড়তি পারিশ্রমিক। বর্তমানে ঘরোয়া ক্রিকেটে ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ম্যাচপিছু পারিশ্রমিক করা হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা।

কনক্লেভে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে ঘরোয়া কোচেদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির বিষয়টিও। বোর্ডের তরফে রাহুল জোহুরি এব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। বলেন, দ্রুত এব্যাপারে নিষ্পত্তি করা হবে। এরমধ্যেই কোচেদের একাংশ অভিযোগ করেন, গত দুই বছর ধরে তারা দৈনিক ভাতা পাচ্ছেন না। রাহুল জোহুরি তা দেখারও আশ্বাস দেন।

একঝলকে বোর্ডের কনক্লেভ

- আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে অসন্তোষ।
- বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ শুরুর সময় পরিবর্তন।
- এসজি-র বদলে কোকাবুরা বল ব্যবহারের প্রস্তাব।
- রনজি ট্রফির লিগ স্টেজের ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানো।
- কোচেদের পারিশ্রমিক বাড়ানো।
- অধিনায়কদের রিপোর্ট অনলাইনে।
- ডিআরএস প্রয়োগ ঘরোয়া ম্যাচেও।
- চারের বদলে রনজিতে তিন গ্রুপের প্রস্তাব।

আজ শুরু অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে নজরে সিন্ধু-শ্রীকান্ত

বার্মিংহাম, ১৩ মার্চ ঃ ২০০১ সালে পুল্লেলা গোপীচাঁদের হাত ধরে শেষবারের মতো কোনো ভারতীয় জয় করেছিলেন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। তারপর শুধুই অপেক্ষা। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের সেই ১৭ বছরের খরা কাটাতে মরিয়া ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধু এবং কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বুধবার অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে নামছেন সিন্ধু-শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের সামনে অল ইংল্যান্ড জেতার পাশাপাশি হাতছানি শীর্ষস্থানে উঠে আসারও। ভারতের এই দুই তারকার পাশাপাশি খেতাবের লড়াইয়ে নামতে চলেছেন সাইনা নেহওয়ালও। তবে প্রথম রাউন্ডে তাঁর লড়াইটা বেশ কঠিন। পরের রাউন্ডে যেতে হলে তাঁকে হারাতে হবে বিশ্বের একনম্বর তাই জু ইং-কে।

টুর্নামেন্টের চতুর্থ বাছাই পি ভি সিন্ধু অবশ্য প্রথম রাউন্ডে বেশ সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েছেন। তাঁর সামনে থাই প্রতিপক্ষ পনপাউয়ি চুচুউং। প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে পারলে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতীয় শাটলারকে খেলতে হবে ইন্ডিয়া ওপেন জয়ী বেইওয়ান ঝাংয়ের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের লক্ষ্যে নামছেন ভারতের পুরুষ শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্তও। কবজির চোটের জন্য টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন। ফলে বিশ্বের তিন নম্বর শ্রীকান্তের সামনে শীর্ষস্থানে উঠে আসার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। গত বছর চারটি মাস্টার্স জিতে চমক তৈরি করেছিলেন ভারতের এই পুরুষ শাটলার। তাঁর হাত ধরেই ফের ব্যাডমিন্টনে নতুন স্বপ্ন দেখছে ভারত। প্রথম রাউন্ডে তিনি খেলবেন বিশ্বের প্রাক্তন একনম্বর লি চংয়ের বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে খেলতে নামার আগে শ্রীকান্ত বলেন, 'অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের একটা গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। আমি সেই ইতিহাসের শরিক হতে চাই। এর আগে প্রকাশ স্যার (পাড়ুকোন) এবং গোপীচাঁদ স্যার অল ইংল্যান্ড খেতাব জিতেছেন। উভয়েই আমার প্রেরণা। ফলে আমিও যদি এই টুর্নামেন্ট জিততে পারি, তাহলে সেটা কম আনন্দের হবে না।'

টুর্নামেন্ট জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী পি ভি সিন্ধুও। তিনি বলেন, 'গত ছ-সপ্তাহ ধরে এই টুর্নামেন্ট জেতার জন্য অনেক অনুশীলন করেছি। সারা বছর ধরে নানা টুর্নামেন্ট থাকে। অল ইংল্যান্ড তার মধ্যে স্পেশাল। এই টুর্নামেন্ট জিততে গেলে আমাকে ১০০ শতাংশ দিতে হবে।' অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে বেশ কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে পড়লেও হাল ছাড়তে নারাজ সাইনা নেহওয়াল। আত্মবিশ্বাসী সাইনা জানান, 'তাই জু নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা শাটলার। কিন্তু তাই বলে ও অপরাজেয় এটা মানতে আমি রাজি নই। আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। জয় পাওয়াটাই আমার প্রধান লক্ষ্য।' সাইনা-সিন্ধু-শ্রীকান্তদের পাশাপাশি অল ইংল্যান্ডে নামছেন ভারতের ডাবলস তারকারাও। প্রথমদিনই খেলতে দেখা যাবে চিরাগ শেট্টি-সাত্যকি সাইরাজ জুটিকে। অন্যদিকে, প্রথম দিনে নামছে অশ্বিনী পোনাপ্পা-সিক্কি রেড্ডি জুটিও।

পয়েন্ট ভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ সোমবারের বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকার জন্য মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ও প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরায়ণ মাঠে সুপার ডিভিশনে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের। অন্যদিকে, তরাই স্কুলের মাঠে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও এনআরআইয়ের ম্যাচ ছিল। উভয় ম্যাচই মাঠ ভিজে থাকার কারণে বাতিল করা হয়েছে। বুধবার সুপার ডিভিশনে খেলবে জিটিএসসি ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। অন্যদিকে, প্রথম ডিভিশনে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মুখোমুখি হবে তরুণতীর্থ।

ক্যারাটে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ সোতোকান কাই ক্যারাটের অন্তর্গত ড্যামির উদ্যোগে ক্যারাটে শিবির মঙ্গলবার ঘোকসাডাঙ্গার জনশ্রী সংঘের মাঠে শুরু হয়েছে। সোতোকান কাই ক্যারাটের প্রধান কোচ বিমল সরকার জানিয়েছেন, শিবিরে ৫০ জন ক্যারাটেকা অংশ নেয়। শিবিরে প্রশিক্ষকের দায়িত্বে বিমলবাবু।

ফান টাইম।। শ্রীলঙ্কায় চলতি নিদাহাস ট্রফি থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন। ব্যস্ততার ফাঁকে পেয়ে যাওয়া ছুটি উপভোগ করছেন পরিবারের সঙ্গে। এদিন তেমনই একটি পারিবারিক ভিডিয়ো পোস্ট করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বাড়ির পোষ্য কুকুর, কন্যা জিভার সঙ্গে মাহির খেলার ছবি ধরা পড়ল যে ভিডিয়োতে। ১ মিনিটের ভিডিয়োর ক্যাপশন দিয়েছেন-'ফান টাইম উইথ ফ্যামিলি'। আর ফ্যামিলির ভিডিয়ো 'গৃহমন্ত্রী' সাক্ষী থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক।